নিন্দা অব্যাহত ঃ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হুমায়ুন আজাদকে বহিষ্কারের দাবী

স্টাফ রিপোর্টার ঃ মসজিদ, মাদ্রাসা, ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে ড. হুমায়ুন আজাদের আপত্তিকর বক্তব্যের প্রতিবাদে এবং তার শাস্তির দাবীতে সারাদেশে নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্ড-এর ডীন প্রফেসর ড. এ কিউ এম বজলুর রশীদ এক বিবৃতিতে বলেন, মুমূর্ষাবস্থায় তিনি জনগণের দোয়া, সহানুভূতি ও সহযোগিতা নিয়ে দেশে-বিদেশে চিকিৎসা করে স্বাস্থ্য উন্নতি ঘটিয়েই কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে কৃতঘ্নতার আচরণ শুরু করেছেন। তার ডিগ্রী এবং পেশাগত মর্যাদার সাথে অসামঞ্জস্যশীল এহেন আচরণ কেবল ব্যক্তি আজাদেই সীমাবদ্ধ নয় বরং দেশের গোটা শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবী মহলকে কলঙ্কিত করার শামিল। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের ঢাকা মহানগরী সভাপতি মাওলানা তাফাজ্জুল হক আজীজ ও সাধারণ সম্পাদক শেখ গোলাম আসগর এক বিবৃতিতে বলেন, হুমায়ুন আজাদ মসজিদ ও মাদ্রাসা সম্পর্কে যে তথ্য দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ আজগুবী। দেশের মসজিদ ও মাদ্রাসা থেকে শান্তি, মানবাধিকার এবং জুলুমের বিরুদ্ধে মুসুল্লীদের উদ্বুদ্ধ করা হয়। ইসলাহুল মুসলেমীন এর সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা জাফর আহমেদ এক বিবৃতিতে বলেন, ড. আজাদ মসজিদ-মাদ্রাসা সম্পর্কে উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়ে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছেন। জাতীয় ইমাম সমাজ এর সভাপতি ক্বারী ওবায়দুল্লাহ এবং প্রিন্সিপাল বেলায়েত হোসেন আল ফিরোজী এক বিবৃতিতে যেখানে সারাদেশ আজ বন্যার পানিতে ভাসছে, একমুঠো খাদ্যের জন্য হাহাকার করছে সেখানে হুমায়ুন আজাদের মত বর্ণচোরারা ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের অপচেষ্টা চালাচ্ছে। নেতৃদ্বয় মাদ্রাসা-মসজিদ ও ইসলাম সম্পর্কে ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্যের কারণে হুমায়ুন আজাদের ফাঁসি দাবী করেন।

দ্বীন ইসলাম পার্টির সভাপতি পীরজাদা মাওলানা শরফুদ্দীন, যুব আহলে হাদীসের সম্পাদক মাওলানা আব্দুল কাদের, ইসলামী কাফেলার সভাপতি আযহার উদ্দীন জিকশিহী, জুমরাতুল মাসাকীন এর সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট কাওসার আহমেদ এবং হুসনাক উল উম্মাহ এর সভাপতি মাওলানা মাকসুদুর রহমান এক যুক্ত বিবৃতিতে হুমায়ুন আজাদের বক্তব্যকে সংবিধান বিরোধী হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের কষ্টার্জিত টাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব জ্ঞানপাপীদের ভরণ-পোষণ বাংলার জনগণ মেনে নেবে না। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হুমায়ুন আজাদকে বহিষ্কারের দাবী জানান।

জাতীয় তাফসীর ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মাওলানা আব্দুল আখির ও মহাসচিব মাওলানা আবু দাউদ জাকারিয়া এক বিবৃতিতে হুমায়ুন আজাদের শাস্তি দাবী করে বলেন, তার নাম এখন ডাস্টবিনে নিক্ষিপ্ত হবার সময় এসেছে। ইসলামী ছাত্র মোর্চার এক আলোচনা সভায় সংগঠনের সভাপতি ফারুক আহমাদ বলেন, বাংলার আপামর ছাত্র-জনতা অনতিবিলম্বে নাস্তিক, মুরতাদ হুমায়ুন আজাদের ফাঁসি দেখতে চায়।

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন এর নায়েবে আমীর মাওলান আব্দুর রশিদ ও মহাসচিব নুরুল হুদা ফয়েজী এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, সরকার যদি এই ধর্মদ্রোহী ও রাষ্ট্রদ্রোহীকে অবিলম্বে গ্রেফতার করে শাস্তি দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে সরকারকে তীব্র গণরোষের সম্মুখীন হতে হবে। ইসলামী মহাসম্মেলন কমিটির সভাপতি মাওলানা মুজিবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক হাবিব উল্লাহ ও মারুফ বিল্লাহ এক বিবৃতিতে হুমায়ুন আজাদের শাস্তি দাবী করেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা বিভাগের ৩ শ্রেষ্ঠ ইমাম মাসউদুর রহমান, এস. এম. জাহাঙ্গীর হোসাইন ও লুৎফুর রহমান এক বিবৃতিতে বলেন, কোথায়, কোন মসজিদে অস্ত্রের প্রশিক্ষণ হয় তা হুমায়ুন আজাদকে প্রমাণ করতে হবে।